JAN. 30 2001

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৭ ...... কলাম ৪ ......

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঘোষণা অনুযায়ী বই দিতে পুস্তকা আবারও ব্যর্থ !

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশব্যাপী পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটের আরও অবনতি হয়েছে। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গতকাল ২৯ জানুয়ারি পুস্তকার আরও কিছু বই প্রকাশের কথা ছিল। সেটা তারা পারেনি। মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬০টি বইয়ের মধ্যে এখনও বাজারে মাত্র ১৪টি বইই আছে, তাও

ঘোষণা অনুযায়ী বই

(প্রথম পাতার পর)

আবার সংখ্যায় প্রয়োজনের বড়জোর একদশমাংশ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বইয়ের দাবিতে চলছে বিক্ষোভ, সমাবেশ, ঘেরাও। রাজধানী ঢাকাতে বই প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত বেক্সিমকোর সালমান রহমানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে।

গত ২১ জানুয়ারি ১৪টি বই বাজারজাত শুরুর সময় পুস্তকা ঘোষণা দিয়েছিল তিনটি পর্যায়ে তারা পাঠ্যবই বাজারজাত করবে। প্রথম পর্যায়ে ২১ জানুয়ারি ১৪টি বই প্রকাশের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৯ জানুয়ারি এবং তৃতীয় পর্যায়ে ৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করবে বাকি ৪৬টি বই। সে অনুযায়ী গতকাল ২৯ জানুয়ারি অনেক পুস্তক ব্যবসায়ীই পুস্তকায় গিয়েছিল নতুন বইয়ের জন্য। ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে তারা। পুস্তকা আগের প্রকাশিত ১৪টির বাইরে নতুন কোন বই দিতে পারেনি। এমনকি উক্ত ১৪টি বইও তারা সরবরাহ করতে পারেনি পুস্তক ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী। খোদ রাজধানী ঢাকাতেও পাঠ্য পুস্তকের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়নি। লাইব্রেরীগুলোতে প্রচণ্ড ভিড়। অসাধু ব্যবসায়ীরা এ সুযোগে বইয়ের বাড়তি দাম হাঁকাচ্ছে। অনেককে বাধ্য করছে উচ্চ মূল্যের নোটবই কিনতে। নোটবই ছাড়া ন্যায্যমূল্যে যারা পাঠ্যবই বিক্রি করছে সেখানে ভিড় দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড। ইন্দিরা রোডের তোফাজ্জল বুক হাউসে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলছে পাঠ্যবই বেচাকেনা। প্রতিষ্ঠানের মালিক তোফাজ্জল হোসেন জানান, সকলের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পাইকারিভাবে কোন বই তিনি বিক্রি করছেন না। কাউকেই এক সেটের বেশি বই দিচ্ছেন না। তবে তিনি জানান, পুস্তকার কাছ থেকে চাহিদা অনুযায়ী বই পাচ্ছেন না তিনি।

পাঠ্যবইয়ের দাবিতে মহানগরী ঢাকাতে ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ, সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে। সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'মুক্তিযোদ্ধার সন্তান' সংগঠনের পক্ষ থেকে বেক্সিমকোর সালমান এফ রহমানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা সালমান এফ রহমানকে পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির মূল নায়ক হিসাবে অভিহিত করে।